লিচুতলা মানব কল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং- ১৪৪/১৩

নিজেদের ভাগ্য বদলানো সহ আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অগ্রনী ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে বগুড়া জেলাধীন শাজাহানপুর উপজেলার বেতগাড়ী গ্রামের ২০ জন সদস্যকে নিয়ে একটি সমবায় গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে পরবর্তীতে জেলা সমবায় কার্যালয়, বগুড়া হতে নিবন্ধন করা হয়। যার নিবন্ধন নং- ১৪৪, তারিখ: ০৬/০৬/২০১৩ ইং নিবন্ধন পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরনীয় ও অনুকরনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং বগুড়া জেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকান্ডের দ্বারা স্থান করে নিয়েছে।

সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যঃ

সমিতির সদস্যকে শেয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানতের মাধ্যমে মূলধন গঠন পূর্বক তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন সদস্যদের আবাসনের ব্যবস্থা করা, চাহিদা পূরনের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করাই সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচীঃ

নিবন্ধন কালে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ জন। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৬৪ জন। ০৯ বছরে সদস্য বৃদ্ধিতে সাফল্য অর্জন করেছে ঋণ কার্যক্রম, সামাজিক উন্নয়ন ও স্ব-কর্ম সংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে।

কার্যক্রমের বর্ণনাঃ

সদস্যদের আর্থ সামাজিত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা দেয়া, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে সমবায় আদর্শ ও নীতিমালা সম্পর্ক অবহিত করা, সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, সদস্যদের আত্ম কর্মসংস্থান ও স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা, লাভজনক ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগসহ সর্বোপরি সমিতির আর্থিক মেরুদন্ড সুদৃঢ় করা তথা সমিতির সদস্যদের আর্থিক সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। এছাড়া সদস্যগণকে সমবায় আদর্শ ও নীতির বিষয়ে পরিকল্পিত জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা, কর্মসংস্থান, কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করণ, মৎস্য চাষ, বনায়ন সহ জনহিতকর কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে। সদস্যদের সাধ্যমত শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করা, চাহিদা ভিত্তিক ঋণ বিতরন, মৌসুমী ঋণদান, কৃষি আবাদের জন্য ঋণদান, মৎস খামার, হাঁস মুরগীর খামার, গরু ছাগল পালন।

<u>বিগত বছরগুলোর কর্মকান্ডের বর্ণনাঃ</u>

সদস্যদের সাধ্যমত শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করা, চাহিদা ভিত্তিক ঋণ বিতরণ, মৌসুমী ঋণদান, কৃষি আবাদের জন্য ঋণদান, মৎস খামার, হাঁস মুরগীর খামার, গরু-ছাগল পালন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ছোট দোকান প্রতিষ্ঠান এবং ছোট গনপরিবহন ক্রয় বা মেরামতের জন্য ঋণদান। অন্যান্যগুলোর মধ্যে হিজড়াদের পুর্নবাসন, প্রতিবন্ধিদের স্ব-নির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়। সমিতির সাধারণ সদস্যদের ছেলে-মেয়েদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ এবং গরিব সদস্যদেরকে আর্থিক সহযোগীতা প্রদান করে আসছে। তাছাড়া এলাকার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক অনুষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য সহযোগীতা প্রদান করে আসছে। এসকল কাজের জন্য এলাকায় সমিতির ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা রয়েছে। বিশেষ করে সেলাইয়ের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও আর্থিক

 গা প্রদানসহ নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহন। যার ফলশ্রুতিতে সমিতির সদস্য সংখ্যা

াচ্ছে।

কোভিড-১৯ এ আমাদের আর্থিক সহযোগীতাঃ

বাংলাদেশ সমবায় সমিতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমবায় সমিতি কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ঈর্ষনীয় সাফল্যের সাথে সমবায় সমিতির ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে দেশকে পূর্ণ গঠনে ও সমবায় সমিতির কাজ সারা বিশ্বে প্রশংসা পেয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সাফল্যের সাথে ভূমিকা রেখেছে। সমবায় সমিতির তথ্য বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তুলেছেন। যাই হোক যে কোনও ধরনের মানবিক বিপর্যয়ে সমবায় সমিতি এগিয়ে আসবে অভিজ্ঞতা নিয়ে এটাই স্বাভাবিক। একজন সমাজ কর্মি সমবায় সমিতি বর্তমানে কাজের ক্ষেত্রে সচেতনার কাজের ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলে। সমবায় সমিতির প্রথমের যে কাজটি ভালোভাবে করতে পারে সেটি হলো জনগনকে সামাজিক ও শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখতে সচেতন করে তোলা। সমবায় সমিতির বিশাল কর্মী বাহিনী একেবারে প্রান্তিক জন গোষ্ঠীর কাছাকাছি পৌছাতে পারে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক বিশেষ করে যারা গরিব তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবে মানুষ যখন দিশেহারা ঠিক তখনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আহ্ববানে সাড়া দিয়ে করোনা ভাইরাস পরবর্তী প্রভাব মোকাবিলায় সমবায় সমিতির একটা বড় ভূমিকা থাকবে বিশেষ করে পূর্ণবাসনের ক্ষেত্রে। যে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মন্দার দিকে আমরা যাচ্ছি সেটা মোকাবিলার জন্য আত্ম কর্মসংস্থানের কোন বিকল্প থাকবে না। সমবায় সমিতি করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায়া দারিদ্র মানুষের ক্ষুধা নিবারনে অনেক কাজ করতে হয়েছে। লিচুতলা মানব কল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ তাদের কর্মী বাহিনী নিয়ে এলাকার হত দরিদ্র মানুষের মাঝে এবং সমিতির সদস্যদের মাঝে চাল, আলু, ডাল, লবন, সেমাই, চিনি, সয়াবিন তেল এবং যারা করোনায় আক্রান্ত তাদের মাঝে মাস্ক, লেবু বিতরন করে।

সমিতির সফলতাঃ

সমিতির শুরু থেকেই সমবায় বিধি আর্দশের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল। সদস্য বৃদ্ধি, শেয়ার সঞ্চয় বৃদ্ধি ও বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের এবং স্ব-কর্মসহ স্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সমিতিটি সফল করা সম্ভব হয়েছে। লিচুতলা মানব কল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণ দান সমবায় দিবস ২০১৮ ইং তে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হওয়ায় প্রথম

পুরষ্কার প্রাপ্তির ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ ইং তে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে স্থান পেয়েছে। ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২০ ইং তে শ্রেষ্ঠ মডেল সমবায় হিসাবে পুরষ্কার প্রাপ্ত ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২১ ইং তে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

সমিতির বৈশিষ্ট্য নিম্নরুপঃ

- সদস্যদের সংগঠিত ও একতাবদ্ধ রাখা।
- সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নত রাখা।
- সদস্যদের নিরক্ষতা মুক্ত করা।
- নোংরা রাজনীতি থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন করা।
- উদারতা, সহযোগীতা, কর্মতৎপরতা স্বার্থহীনতা, নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখা।
- ধর্মীয় সু-সম্প্রীতি বজায় রাখা।
- সদস্যদের সচেতনতা।
- উন্নত অব কাঠামো এবং সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা।
- বাল্য বিবাহ প্রতিহত করা।